মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

পুকুর প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা

১ পুকুর সংস্কার

- ভাঙ্গা পাড় মেরামত করা।
- পাড়ের গর্ত ভরাট করা; যাতে বাইরের পানি ও প্রাণি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।
- প্রতি ৩-৪ বছর পরপর পুকুর শুকিয়ে পচা কাঁদা তুলে ফেলা ও তলা শুকিয়ে ফেটে দেওয়া।

২ পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা

- পানির তাপমাত্রা ভালো থাকবে। পানিতে যথেষ্ট পরিমানে অক্সিজেন তৈরি হবে।
- বিপাক ক্রিয়া বাড়বে। মাছের বৃদ্ধি ভালো হবে।
- পাড়ের বড় গাছের ডালপালা ছেটে দেওয়া। পাড়ের ঝোপ-জঙ্গল দূর করা। আগাছা অপসারণ করা।

৩ পুকুর খোলা মেলা রাখা

- বাতাস যত পানিতে ঢেউ খেলবে; তত বেশি পানিতে অক্সিজেন মিশবে।
- পাড়ে চুড়া ও পানির উচ্চতার মধ্যে ব্যবধান কম রাখা। অর্থাৎ পাড় নিচু করা।
- পাড়ের গাছ-পালা পরিস্কার রাখা। অন্তত বিপরিত দুটি পাড়ে গাছ-পালা না রাখা।

৪ রাক্ষুষে ও অবাঞ্চিত মাছ দুর করা

- সবচেয়ে উত্তম পুকুর শুকানো।
- না হলে ঘন ফাঁসের জাল বার বার টানা।
- যদি প্রয়োজন হয় তবে রোটেনন পাউডার প্রয়োগ করা।

রোটেননের মাত্রা:
প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির জন্য ৩০ গ্রাম।

প্রয়োগ পদ্ধতি:
প্রয়োজনীয় রোটেনন সামান্য পানি মিশিয়ে কাই করে নিতে হবে। কাই সমান তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। একভাগ ছোট ছোট ট্যাবলেট করে সমানভাবে পানিতে ছিটাতে হবে। বাকি দুই ভাগ পানিতে গুলে সমানভাবে পানিতে ছিটাতে হবে।

৫ চুন প্রয়োগ

চুনের মাত্রা:
প্রতিশতাংশে ১-১.৫ কেজি।

প্রয়োগ পদ্ধতি:
সকালে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকাল ৯-১০টার দিকে গুলে ঠান্ডা অবস্থায় পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৬ সার প্রয়োগ

- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা উৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের মাত্রা:
প্রতি শতাংশে: খৈল- ৩০০ গ্রাম
ইউরিয়া- ২০০ গ্রাম
টিএসপি- ২০০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় পানিতে খৈল ও টিএসপি একত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন সকাল ৯-১০ টায় তাতে ইউরিয়া মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

বিস্তারিত পরামর্শের জন্য স্থানীয় উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন

পোনা মজুদ পরবর্তী করণীয়

খাদ্য প্রয়োগ

- মাছের শরীরের ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ।
- মাসে ৭ দিন ভিটামিন সি+মাল্টি ভিটামিন যুক্ত করে খাওয়াতে হবে। প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ৩ গ্রাম।
- ২টি ডিম ফাটাবেন। কুসুম বাদ দিয়ে সাদা অংশের সাথে ভিটামিন ভালো ভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ১-২ কেজি খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ফ্যানের নিচে শুকাতে হবে।

প্রতি দিনের কাজ

সার প্রয়োগ

- ৭-১০ দিন অন্তর বিঘা প্রতি খৈল ৫ কেজি, ইউরিয়া ২ কেজি ও টিএসপি ২ কেজি মিশিয়ে তরল করে প্রয়োগ।
- রং না আসলে বিঘা প্রতি চুন ৮ কেজি+জিপসাম ২৫ কেজি আলাদা ভাবে ভিজিয়ে রেখে নরম হলে একত্রে মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতি সপ্তাহের কাজ

চুন প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি ১০ কেজি। অবশ্যই তরল ও ঠান্ডা করে।
- সকাল ৯-১০টার দিকে।

প্রোবায়োটিক প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি ৫০ গ্রাম (নক্সকেয়ার, পন্ডকেয়ার) ২০০ গ্রাম বালির সাথে মিশিয়ে বিকালে পুকরের পানিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

প্রতি মাসের কাজ

লবন প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি- ১০ কেজি।
- পানিতে গুলে সমানভাবে পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

প্রতি দুই মাসের কাজ

হররাটানা

- তলার গ্যাস বের করে দেওয়ার জন্য হররা টানতে হবে।
- সকাল ৯-১০ টার দিকে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা

- মাছের বৃদ্ধি, রোগ-বালাই, পরজীবীর আক্রমন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।

মাঝে মাঝে

নিয়মিত

আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা।

প্রনয়নে:

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

প্রচারে: জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, নড়াইল।

প্রকাশকাল: মে-২০২৩ খ্রিঃ